মাজি সানেম্মা @স্যানিয়াসিরাও

বনাম

রেড্ডি শ্রীদেভি ও অন্যান্য।

(2021 সালের দেওয়ানি আপিল নং 7696)

16ই ডিসেম্বর, 2021

[এম. আর. শাহ এবং বি. ভি. নাগরত্না, জেজে।]

বিলম্ব/ল্যাচঃ বিলম্বের ক্ষমা-উত্তরদাতাদের দ্বারা দ্বিতীয় আপিল করতে (10)। দিনের বিলম্ব, হাইকোর্ট দ্বারা ক্ষমা করা-এর সঠিকতা-অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ বিলম্বকে প্রশ্রয় দিয়ে হাইকোর্ট লক্ষ্য করেননি যে (10)। দিনের বিশাল বিলম্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ তৈরি করা হয়েছিল বিলম্বের ক্ষমা দেখায় যে এটি হাইকোর্টের সামনে এই ধরনের বিলম্বিত আপিল দায়ের করার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে একটি গুরুতর অবহেলা এবং/অথবা যথাযথ অধ্যবসায়ের অভাবের মামলা ছিল-বিলম্ব এইভাবে অস্পষ্ট থেকে যায়-হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করে বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করা হয়নি।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত । নং আপিল স্থগিত করে। হাইকোর্টপর্যবেক্ষণ করেছে যে যদি বিলম্ব হয় ক্ষমা করলে আপিল হিসাবে আবেদনকারীর প্রতি কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি করা হবে না। যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি হবে। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোনও ইচ্ছাকৃত অবহেলা করা হয়নি বা যথাযথ অধ্যবসায়ের অভাবে ভুগতে হয়নি। বিলম্বের ক্ষমা চাওয়ার আবেদনে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের বিলম্বিত আপিল দায়ের করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সামনে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে এটি একটি গুরুতর অবহেলা এবং/অথবা যথাযথ অধ্যবসায়ের অভাবের মামলা ছিল। [অনুচ্ছেদ 6.1] [480-ডি-ই]

2. বিলম্বের ক্ষমা চাওয়ার আবেদনে এটি ছিল তিনি বলেন যে তার বয়স 45 বছর এবং তিনি পুরো মামলাটির দেখাশোনা করছিলেন এবং তিনি স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছিলেন এবং তিনি জি 01.01.2017 থেকে 15.03.2017 পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে উক্ত সময়ের জন্য বিছানায় বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তবে, কোনও 15.03.2017-এর পরের সময়ের জন্য ব্যাখ্যা। সুতরাং, 2021 সালে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা পর্যন্ত 15.03.2017 থেকে বিলম্বের সময়কাল মোটেও ব্যাখ্যা করা হয়নি। অতএব, হাইকোর্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেনি। [অনুচ্ছেদ 6.2] [480-এফ-এইচ]

রামলাল, মতিলাল এবং ছোটেলাল বনাম। রেওয়া কোলফিল্ডস লিমিটেড। [1962] 2 এসসিআর 762; P.K.Ramachandran ভি। কেরালা ও আনার রাজ্য। (1997) 7 এস. সি. সি 556: [1997] 4 সাপ্লাই। এস. সি. আর 204; পুণ্ডলিক জালাম পাতিল বনাম। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, জলগাঁও মিডিয়াম প্রজেক্ট (2008) 17 এস. সি. সি 448 [2008] 15 এস. সি. আর 135; বাসবরাজ এবং আনার। ভি। বিশেষ জমি। অধিগ্রহণ কর্মকর্তা। (2013) 14 এসসিসি 81: [2013] 8 এস. সি. আর. 227-নির্ভরশীল

মামলা আইনের রেফারেন্স

[1962] 2 এসসিআর 762	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 3.4
I [1997] 4 সাপ্লাই। এস. সি. আর 204 নির্ভর করেছিল	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 3.4
[2008]15এস. সি. আর 135 নির্ভর করেছিল		অনুচ্ছেদ 3.4
[2013] 8 এসসিআর 227	নির্ভরশীল	অনুচ্ছে দ 3.4

নাগরিক আবেদনের বিচারঃ দেওয়ানি আপিল নং 7696

2021 সাল থেকে। 2021 সালের আই. এ. নং I-এ অমরাবতীতে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের হাইকোর্টের <আই. ডি. I> তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। ওয়াই. রাজা গোপাল রাও, কে. প্রমোদ কুমার, ডি. গোপী কৃষ্ণ, অ্যাড. ই। আবেদনকারীর জন্য। সিদ্ধার্থ শ্রীবাস্তব, উকিল। উত্তরদাতাদের জন্য। আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

এম আর শাহ, জে।

I. অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতী হাইকোর্ট কর্তৃক ২০২১ সালের আই.এ. নং ১-এ ২০২১ সালের দ্বিতীয় আপিল নং ৩৩১-এ প্রদত্ত ১৬.০৯.২০২১ তারিখের আপত্তিকর আদেশের প্রতি সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করছি।উচ্চ আদালত দ্বিতীয় আপিলের শুনানি করতে ১০১১ দিনের বিশাল বিলম্বকে ক্ষমা করেছে, আপিলকারী - মূল বাদী - হাইকোর্টের সামনে বিবাদী, বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

2. এখানে আপিলকারী-মূল বাদী 2013 সালের ও. এস. নং 40 হিসাবে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছেন এখানে উত্তরদাতারা-মূল আসামীরা। যে বিচার আদালত 23.04.2016 তারিখের রায় এবং ডিক্রি দ্বারা উক্ত মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে। যে প্রথম

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

একটি আপিল আদালত 01.02.2017 তারিখের রায় এবং ডিক্রি দ্বারা ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত রায় এবং ডিক্রি বাতিল ও বাতিল করে মামলাটি মঞ্জুর করে। যে মূল বিবাদীরা-এখানে উত্তরদাতারা 04.02.2017-এ রায় এবং আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপির জন্য আবেদন করেছিলেন। এটি 10.03.2017-এ ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত ছিল। যে প্রায় 1011 দিন পরে, এখানে উত্তরদাতারা-মূল আসামীরা উচ্চ আদালতে দ্বিতীয় আপিল পেশ করেন। 2021 সালের আই. এ. নং । হিসাবে বিলম্বকে ক্ষমা করার আবেদনও দায়ের করা হয়েছিল। এর দ্বারা বিতর্কিত আদেশে, হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপিলকে অগ্রাধিকার দিতে 1011 দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করেছে, যা এই আদালতে আপিলের বিষয়।

3. এখানে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত পরামর্শদাত মূল বাদী জোরালোভাবে বলেছেন যে, বর্তমান মামলায় উচ্চ আদালত আপিলের ক্ষেত্রে 1011 দিনের বিশাল বিলম্বকে ক্ষমা করে একটি গুরুতর ভুল করেছে।

3.1 এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে দ্বিতীয় আপিলটি অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে 1011 দিনের বিশাল বিলম্বের ব্যাখ্যা দিয়ে হাইকোর্টের সামনে আপিলকারীরা এখানে উত্তরদাতাদের দ্বারা পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হয়নি।

3.2 এটি আরও জমা দেওয়া হয় যে এমনকি বিশালকে ক্ষমা করার সময়ও 1011 দিনের বিলম্বের কারণে, হাইকোর্টও পর্যবেক্ষণ করেনি যে ই-এর দ্বিতীয় আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে 1011 দিনের বিলম্বের ব্যাখ্যা দিয়ে যথেষ্ট কারণ দেখানো হয়েছে।

3.3 এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য আবেদনের বক্তব্যগুলি বিবেচনা করেও কোনও ব্যাখ্যা নেই। 15.03.2017-এর পর 2021 সালের জুন পর্যন্ত-দ্বিতীয় আপিল দায়ের না হওয়া পর্যন্ত-বিলম্বের ব্যাখ্যা যা-ই হোক না কেন।

3.4 রামলাল, মতিলাল এবং ছোটেলাল বনাম রেওয়া কোলফিল্ডস লিমিটেড, (1962) 2 এস. সি. আর. 762; পি. কে.-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করা। রামচন্দ্রন বনাম কেরালা রাজ্য ও আনর। , (1997) 7 এস. সি. সি 556-এর পাশাপাশি পুণ্ডলিক জালাম পাটিল বনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, জলগাঁও-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত। মিডিয়াম প্রজেক্ট, (2008) 17 এস. সি. সি 448 এবং বাসবরাজ ও আনার। বনাম বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক। , (2013) 14 এস. সি. সি 81, বর্তমান আপিলের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

4. শ্রী সিদ্ধার্থ শ্রীবাস্তব, উত্তরদাতা নং-এর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী। । এবং নং 2-হাইকোর্টের সামনে আবেদনকারীরা,

[এম আর শাহ, জে।]

4.1b এটি উপস্থাপন করা হচ্ছে যে যখন হাইকোর্ট বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছে

এবং বিলম্বকে ক্ষমা করেছে, তখন ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এইআদালত কর্তৃক হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

4.2 এটি উত্তরদাতা Nos.1 এবং 2-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্টের যথাযথ পর্যবেক্ষণ অনুসারে যদি সেই ক্ষেত্রে বিলম্বকে ক্ষমা করা হয় তবে আপিলটি বিবেচনা করা হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং তাই, সি আপিলকারীকে কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি করা হবে না। এটি জমা দেওয়া হয় যে উত্তরদাতাদের-উচ্চ আদালতে আপিলকারীদের সক্ষম করার জন্য, অ-এর পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলা জমা দিতে বিলম্বের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে তাদের মামলা করে, বর্তমান আবেদনটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

5. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিদ্বান পরামর্শদাতাকে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত হতে শুনেছি।

. 6. শুরুতে, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে 1011 দিনের বিশাল বিলম্বকে ক্ষমা করে দিয়েছে - উচ্চ আদালতে আবেদনকারীরা। বিলম্বকে ক্ষমা করার সময়, হাইকোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ - সর্বোত্তম হল পক্ষগুলিকে তাদের নিজ নিজ মামলা প্রচার করার সুযোগ দেওয়া। যেহেতু এই প্রশ্নটি কার্যপদ্ধতির, তাই আদালতের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত প্রান্তিকে প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে যোগ্যতার উপর একটি স্বাস্থ্যকর আলোচনাকে উৎসাহিত করা।
এই ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, নির্ধারিত কারণগুলি মেনে নেওয়া আবেদনকারীর দ্বারা, এই দ্বিতীয় আপিল পেশ করতে বিলম্বকে ক্ষমা করা উচিত। স্পষ্টতই, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনও ইচ্ছাকৃত অবহেলা নেই বা এই প্রচেষ্টা যথাযথ অধ্যবসায়ের অভাবে ভুগছে না। এটি আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রতি একটি সৎ প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে।

তাদের দাবি প্রচার করুন, বিশেষ করে যখন বিচার আদালত তা গ্রহণ করেছিল। তাদের আবেদন, যা আপিল আদালত দ্বারা বিপরীতমুখী করা হয়েছিল। তবে, আবেদনকারীদের এই বিলম্বের জন্য উত্তরদাতাকে খরচের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় আপিলটি পছন্দ করতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে তাঁর কাছে মূল্যবান অধিকার অর্জিত হয়েছে বলে উত্তরদাতার যুক্তি, এই ক্ষেত্রে পাওয়া পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে না। ফলস্বরূপ, এই পিটিশনটি দ্বিতীয় আপিল দায়ের করতে 1011 দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যা বিদ্বান পরামর্শদাতাকে 2,000/- টাকা (মাত্র দুই হাজার টাকা) প্রদান সাপেক্ষে। 05.10.2021-এ বা তার আগে উত্তরদাতার জন্য। সুতরাং উপরোক্ত থেকে দেখা যায় যে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেনি যে 1011 দিনের বিশাল বিলম্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ তৈরি করা হয়েছে।

6.1 হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে যদি বিলম্বকে ক্ষমা করা হয় না আপিলকারীর প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি করা হবে কারণ যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিলের শুনানি হবে। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে এখানে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোনও ইচ্ছাকৃত অবহেলা নেই বা যথাযথ অধ্যবসায়ের অভাবে ভুগছে না। যাইহোক, বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য আবেদনের বক্তব্য থেকে, আমরা মনে করি যে এটি একটি ই গুরুতর অবহেলা এবং/অথবা এখানে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে যথাযথ অধ্যবসায়ের একটি মামলা ছিল-এই ধরনের বিলম্বিত আপিল দায়ের করার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে আবেদনকারীরা।

6.2 আমরা আবেদনের অভিমতগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছি বিলম্বের ক্ষমা। এই সময়ের জন্য পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নেই। 15.03.2017 থেকে 2021 সালে দ্বিতীয় আপিল করা হয়। বিলম্বের ক্ষমা চাওয়ার আবেদনে বলা হয়েছিল যে তার বয়স 45 বছর এবং তিনি পুরো মামলাটির দেখাশোনা করছিলেন এবং তিনি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন এবং তিনি 01.01.2017 থেকে 15.03.2017 পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে এই সময়ের জন্য বিছানায় বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তবে, 15.03.2017-এর পরের সময়ের কোনও ব্যাখ্যা নেই। তাই, 15.03.2017 থেকে 2021 সালে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা পর্যন্ত বিলম্বের সময়কাল মোটেও ব্যাখ্যা করা হয়নি। অতএব, হাইকোর্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেনি।

. 7. এই পর্যায়ে, আপিল দায়ের করতে বিলম্বের বিষয়ে এই আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিবেচনা করা হচ্ছেঃ -

[এম আর শাহ, জে।]

7.1 রামলাল, মতিলাল এবং ছোটেলালের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে, এটি নিম্নরূপ পালন করা হয়ঃ -

এস কনস্ট্রুইংয়ে। 5 দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রাসঙ্গিক। প্রথম বিবেচনার বিষয় হল যে, আপিল করার জন্য নির্ধারিত সীমার মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে ডিক্রি-ধারকের পক্ষে পক্ষগুলির মধ্যে বাধ্যতামূলক 'খ' হিসাবে ডিক্রিটি বিবেচনা করার অধিকার তৈরি হয়। অন্য কথায়, যখন নির্ধারিত সীমার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন ডিক্রি-ধারক ডিক্রিটিকে চ্যালেঞ্জের বাইরে বিবেচনা করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে একটি সুবিধা অর্জন করেছেন এবং ডিক্রি-ধারককে সময়ের ব্যবধানে অর্জিত এই আইনি অধিকারকে হালকাভাবে বিঘ্নিত করা উচিত নয়। অন্য 'সি "বিবেচনাটি যা উপেক্ষা করা যায় না তা হল, বিলম্বের অজুহাত দেওয়ার যথেষ্ট কারণ দেখানো হলে আদালতকে বিলম্বকে ক্ষমা করার এবং আপিল গ্রহণ করার জন্য বিচক্ষণতা দেওয়া হয়। এই বিচক্ষণতা ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতকে প্রদান করা হয়েছে যাতে যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য সেই পক্ষে বিচারিক ক্ষমতা এবং বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা উচিত। যেমনটি মাদ্রাজ হাইকোর্ট দ্বারা কৃষ্ণ বনাম-এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। চট্টপ্পন, (1890) জে. এল. আর. 13 ম্যাড। 269 , " এস। 5 আদালতকে একটি বিচক্ষণতা প্রদান করে যা এখতিয়ারের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা উচিত যাতে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এবং বিচক্ষণতা সেই নীতিগুলির উপর প্রয়োগ করা উচিত যা ভালভাবে বোঝা যায়; 'পর্যাপ্ত কারণ' শব্দগুলি একটি উদার গঠন গ্রহণ করে যাতে কোনও অবহেলা, নিষ্ক্রিয়তা বা সৎতার অভাব আপিলকারীর কাছে দায়বদ্ধ না হলে যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য।

7.2 পি. কে. রামচন্দ্রন (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে 565 দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করার সময় দেখা যায় যে, যুক্তিসঙ্গত, সন্তোষজনক বা এমনকি যথাযথ ব্যাখ্যার অভাবে বিলম্বের ক্ষমা, এটিকে হালকাভাবে ক্ষমা করা উচিত নয়। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে সীমাবদ্ধতার আইন কোনও নির্দিষ্ট পক্ষকে কঠোরভাবে প্রভাবিত করতে পারে তবে সংবিধি যখন এইভাবে নির্ধারণ করে তখন এটি তার সমস্ত কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়ানোর কোনও ক্ষমতা আদালতের নেই। এটি আরও লক্ষ্য করা গেছে যে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করার সময় বিলম্বকে ক্ষমা করে আদালতকে বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে।

7.3 পুণ্ডলিক জলম পাটিলের (উপরে) ক্ষেত্রে, এটি নিম্নরূপ পালন করা হয়ঃ -

" সীমাবদ্ধতার আইনগুলি জননীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। সীমাবদ্ধতার আইনগুলিকে কখনও কখনও "শান্তির আইন" হিসাবে বর্ণনা করা হয়। সীমাবদ্ধতার একটি সীমাহীন এবং চিরস্থায়ী হুমকি নিরাপত্তাহীনতা এবং তৈরি করে

অনিশ্চয়তা; জনশৃঙ্খলার জন্য এক ধরনের সীমাবদ্ধতা অপরিহার্য। এই নীতিটি "ইন্টারেস্ট রিপাবলিকা উট সিট ফিনিশ লিটিয়াম" উক্তিটির উপর ভিত্তি করে তৈরি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য মামলা মোকদ্দমার অবসান হওয়া প্রয়োজন, তবে একই সাথে সীমাবদ্ধতার আইনগুলি জালিয়াতি ও মিথ্যা সাক্ষ্য দমন, অধ্যবসায় ত্বরান্বিত করা এবং নিপীড়ন প্রতিরোধের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার একটি উপায়। এর জন্য বস্তু মামলা-মোকদ্দমার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা সাধারণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে আইনি প্রতিকারের জন্য একটি জীবনকাল নির্ধারণের সরকারি নীতির উপর ভিত্তি করে। তারা দেখতে চায় যে পক্ষগুলি যেন বিলম্বিত কৌশল অবলম্বন না করে তবে তাদের আইনি প্রতিকারগুলি অবিলম্বে ব্যবহার করে। স্যালমন্ড তাঁর জুরিসপ্রুডেন্সে বলেছেন যে আইনগুলি সতর্কদের সহায়তায় আসে, ঘুমন্তদের সি-এর নয়।

7.4 বাসবরাজের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে, প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিলম্বকে ক্ষমা করার বিচক্ষণতা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এটি আরও দেখা যায় যে "পর্যাপ্ত কারণ" অভিব্যক্তিটি উদারভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যদি অবহেলা, নিষ্ক্রিয়তা বা সততার অভাব দলের জন্য দায়ী করা হয়। এটি আরও লক্ষ্য করা গেছে যে যদিও সীমাবদ্ধতা কোনও পক্ষের অধিকারকে কঠোরভাবে প্রভাবিত করতে পারে তবে আইন দ্বারা নির্ধারিত হলে এটি তার সমস্ত কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। আরও দেখা গেছে যে, যদি কোনও পক্ষ অবহেলা, আন্তরিকতার অভাব বা নিষ্ক্রিয়তার সাথে কাজ করে থাকে তবে ই শর্ত আরোপ করেও বিলম্বকে ক্ষমা করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য প্রতিটি আবেদন এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আদালত যদি বিলম্বকে ক্ষমা করতে শুরু করে যেখানে শর্ত আরোপ করে কোনও পর্যাপ্ত কারণ তৈরি করা হয় না তবে এটি বিধিবদ্ধ নীতিগুলির লঙ্ঘন এবং আইনসভার প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে। F

7.5 পুণ্ডলিক জলম পাটিলের (উপরে) ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আদালত বিলম্বিত এবং বাসি দাবির তদন্ত করতে পারে না। বিলম্ব ইক্যুইটি পরাজিত করে। আদালতগুলি তাদের সাহায্য করে যারা সতর্ক এবং "তাদের অধিকার নিয়ে ঘুমোয় না"।

8. উপরোক্ত ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা হাতে থাকা মামলার তথ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং বিলম্বের ক্ষমা চাওয়ার আবেদনের বক্তব্য বিবেচনা করে, আমাদের অভিমত হল যে, উত্তরদাতা নং-এর দ্বারা পর্যাপ্ত বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যার চেয়ে কম কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।। এবং এখানে 2 জন-দ্বিতীয় আপিলটি পেশ করার ক্ষেত্রে 1011 দিনের বিশাল বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে হাইকোর্টের কাছে আবেদনকারীরা। হাইকোর্ট তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোটেও ন্যায়সঙ্গত নয়।

মাজি সানেম্মা @স্যানিয়াসিরাও বনাম। রেড্ডি শ্রীদেভি [এম আর শাহ, জে।]

9. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, বর্তমান আপিল অনুমোদিত। হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা 16.09.2021 তারিখের বিতর্কিত আদেশটি উত্তরদাতা নং দ্বারা দ্বিতীয় আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে 1011 দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করে। 1 এবং এখানে 2 বাতিল করা হয়েছে এবং সি আলাদা করে রাখুন। ফলস্বরূপ, 2021 সালের দ্বিতীয় আপিল Nos.1 এবং এখানে 2 বিলম্বের ভিত্তিতে খারিজ হয়ে যায়। বর্তমান আপিল সেই অনুযায়ী অনুমোদিত। তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen